সংখ্যাগরিষ্ঠতাবাদ

Play of Majoritarianism

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহ, পর্দা পড়ে আছে

But Socrates, "one must also pay attention to the opinion of the majority. Your present situation makes clear that the majority can inflict not the least but pretty well the greatest evils if one is slandered among them.

Dear Crito, Would that the majority could inflict the greatest evils, for they would then be capable of the greatest good, and that would be fine, but now they cannot do either. They cannot make a man either wise or foolish, but they inflict things haphazardly.

মঞ্চে পর্দা ওঠে, পেছনে প্রজেক্সানে বর্তমান ভূরাজনৈতিক প্রাসঙ্গিক ঘটনাবলির টুকরো কোলাজ।
মঞ্চের পেছনে নাটকের কুশীলবদের দেখা যায় তাদের নিজস্ব ভঙ্গিমায় দাঁড়িয়ে থাকতে (অ্যান্টনী, রঘুপতি, অমলেন্দু)

পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত শাসনতন্ত্র এসেছে গিয়েছে, তাদের মধ্যে গণতন্ত্রই নিঃসন্দেহে সর্বজনগ্রাহ্য । আবার যুগ যুগ ধরে সেই ব্যবস্থাকে নিজ স্বার্থে, বিকৃত রূপে ব্যবহারের দৃষ্টান্তও বিশ্বজুড়ে অপ্রতুল নয়। তারা গণতান্ত্রিক পরিকাঠামোর মধ্যে থেকে - দেশ, জাতি, বর্ণ, ধর্মের নামে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের দোহাই দিয়ে একাজ করে থাকে। এরা সুকৌশলী, বিচিত্ররূপী এবং প্রায়শই মহাশক্তিধর। আমাদের বর্তমান উপস্থাপনায়, বিভিন্ন সময়কালের তিনটি কালজয়ী নাট্যাংশ অবলম্বনে, সমাজ জীবনের এই সত্যকে আমরা দেখাতে চেয়েছি। এগুলি হল যথাক্রমে শেক্সপীয়রের জুলিয়াস সিজার, রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন এবং ইবসেনের "An Enemy of the People"-এর শম্ভু মিত্র কৃত ভাবানুবাদ অবলম্বনে, দশচক্র নাটকের কিছু পরিমার্জিত অংশ। নাট্যকারেরা তাঁদের নিজ নিজ সময়ের কথাই লিখেছেন, কিন্তু যে সত্য শাশ্বত, তা দেশ কালের সীমা অতিক্রম করে চিরকালই প্রাসঙ্গিক থাকে। এরপর নাটকের একেবারে শেষলগ্নে আমরা দেখাতে চেয়েছি মানুষকে প্রভাবিত করার এক অদৃশ্য সর্বগ্রাসী প্রকৃয়া, যা আমাদের বর্তমান এবং ভবিষ্যত সময়ের বিপন্নতার চেহারা, কিছু রূপক দৃশ্যকল্পের মাধ্যমে।

সবাই বিভিন্ন দিক দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যায়। ব্রুটাস তার বন্ধুদের নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করে, উত্তেজিত ভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে কথা বলতে দেখা যায়। অ্যান্টনীকে এক কোনায় আড়ি পেতে শুনতে দেখা যায়।

জুলিয়াস সিজার নাটকে বর্ণিত প্রাচীন রোমে প্রচলিত ছিল সেকালের ধরণে এক বিশিষ্ট গণতন্ত্র। দেশের মুখ্য নাগরিকেরা সম্মিলিত ভাবে শাসনকার্য চালাতেন। তাঁদের মধ্যে একজন, জুলিয়াস সিজার, যখন আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাজা হতে চলেছেন, তখন এই গণসংঘের একাংশ তাঁকে হত্যা করার বিধান দেয়। দেশের স্বার্থে এবং গভীর দ:খের সঙ্গো এই কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন সিজারেরই ঘনিষ্ঠ বন্ধু ব্রুটাস। দেশের জনতাও তাৎক্ষণিক ভাবে তাঁর এই পদক্ষেপকে সমর্থন জানিয়েছিল। কিন্তু সিজারের আর এক অনুচর অ্যান্টনীর ছিল অন্য অভিসন্ধি। সিজারের অন্তিম যাত্রায় তিনি রঙ্গামঞ্চে আবির্ভূত হলেন।

সবাই বিভিন্ন দিক দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে বেরিয়ে যায়।
অপর্ণাকে একটি ছাগল ছানা আঁচলে জড়িয়ে উচ্ছ্বলভাবে মঞ্চের একদিক থেকে অন্যদিকে চলে যেতে দেখা যায় ।

তেমনই রবীন্দ্রনাথের বিসর্জন নাটকে আমরা দেখি আত্মাভিমান এবং স্বাধিকারের দ্বন্দ্ব। সংবেদনশীল রাজা গোবিন্দমাণিক্য, মন্দিরে পশুবলি নিষিদ্ধ করায়, রাজপুরোহিত রঘুপতি রাজার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছেন এবং ধর্মরক্ষার নাম করে প্রভাবিত করতে চাইছেন প্রজাদের মন।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব ;
ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ ॥
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী—
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

দেশ দেশ পরিল তিলক রক্তকলুষগ্লানি,
তব মঙ্গলশঙ্খ আন' তব দক্ষিণপাণি—
তব শুভসঙ্গীতরাগ, তব সুন্দর ছন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য ॥

[transform into an Opera Tune | আবহ - পিয়ানো, সাসপেন্স]

প্রাচীন সেনেট গৃহের প্রেক্ষাপট, পম্পীর মূর্তি, তার পদতলে সিজারের নিথর দেহ।

মূর্তির পদতলে, সিজারের দেহের পেছনে অ্যান্টনী, হাঁটু গেড়ে বসে, প্রার্থনার ভঙ্গিতে

[মঞ্চের ডানদিকে অন্ধকার বাঁদিক আলো - শুধুমাত্র অ্যান্টনীর ওপর আলো, বাকি আলোআঁধারি]

[অ্যান্টনী]

অ্যান্টনী (আবেগরুদ্ধ স্বরে) - হে মৃত, আমাকে ক্ষমা কর! ঐ জল্লাদদের সঙ্গে আমাকে মিত্রতা করতে হল।

তোমার এই রক্তাক্ত মৃতদেহ আমাকে আহ্বান জানাচ্ছে গর্জে ওঠার জন্য। তার জন্য চাই কন্ঠ চাই ভাষা।

- শোন, আমি দেব সেই ভাষা, আমি দেব সেই স্বর। মানুষের অভিশাপ বহন করে আনছে সিজারের এই মৃত্যু। দেশ জুড়ে শুরু হবে সর্বনাশা যুদ্ধ। রক্ত আর ধ্বংসের স্রোত বয়ে যাবে। আর সিজারের আত্মা উঠে আসবে নরকের কালানল থেকে, সম্রাটের মত।

[আবহ - যুদ্ধের বিভীষিকা, অস্ত্রের ঝনাত্কার, পিয়ানো, সাসপেন্স | মিলিয়ে গিয়ে, সেতারের করুণ সুর]

[মঞ্চের বাঁদিক অন্ধকার]

প্রাচীন মন্দিরের প্রেক্ষাপট

মঞ্চে গোবিন্দমাণিক্য ও অপর্ণা (বসে, ক্রন্দনরত) - জয়সিংহের প্রবেশ

[মঞ্চের ডানদিকে আলো শুধুমাত্র গোবিন্দমাণিক্য, অপর্ণা, জয়সিংহের ওপর আলো, বাকি আলোআঁধারি]

[জয়সিংহ | অপর্ণা | গোবিন্দমাণিক্য]

জয়সিংহ। কী আদেশ মহারাজ?

গোবিন্দমাণিক্য। ক্ষুদ্র ছাগশিশু,
দরিদ্র এ বালিকার স্নেহের পুত্তলি,
তারে নাকি কেড়ে আনিয়াছ মা'র কাছে বলি দিতে?
এ দান কি নেবেন জননী প্রসন্ন দক্ষিণ হস্তে?

জয়সিংহ। কেমনে জানিব মহারাজ,

কোথা হতে অনুচরগণ আনে পশু, দেবীর পূজার তরে।
— হাঁ গা, কেন তুমি কাঁদিতেছ?
আপনি নিয়েছে যারে বিশ্বমাতা,
তার তরে ক্রন্দন কি শোভা পায়?

অপর্ণা। কে তোমার বিশ্বমাতা!
মোর শিশু চিনিবে না তারে।
মা-হারা শাবক জানে না সে আপন মায়েরে।
আমি যদি বেলা করে আসি, খায় না সে তৃণদল,
ডেকে ডেকে চায় পথপানে —
কোলে করে নিয়ে তারে, ভিক্ষা-অন্ন কয় জনে ভাগ করে খাই।
আমি তার মাতা।

জয়সিংহ। মহারাজ,
আপনার প্রাণ-অংশ দিয়ে, যদি তারে বাঁচাইতে পারিতাম, দিতাম বাঁচায়ে।
মা তাহারে নিয়েছেন — আমি তারে আর ফিরাব কেমনে?

অপর্ণা। মা তাহারে নিয়েছেন?
মিছে কথা! রাক্ষসী নিয়েছে তারে!

জয়সিংহ। ছি ছি, ও কথা এনো না মুখে।

অপর্ণা। মা, তুমি নিয়েছ কেড়ে দরিদ্রের ধন!
রাজা যদি চুরি করে, শুনিয়াছি নাকি, আছে জগতের রাজা —
তুমি যদি চুরি করো, কে তোমার করিবে বিচার!
মহারাজ, বলো তুমি —

গোবিন্দমাণিক্য। বৎসে, আমি বাক্যহীন —
এত ব্যথা কেন, এত রক্ত কেন, কে বলিয়া দিবে মোরে?

অপর্ণা। এই-যে সোপান বেয়ে রক্তচিহ্ন দেখি
এ কি তারি রক্ত?

জয়সিংহ। আজন্ম পূজিনু তোরে, তবু তোর মায়া বুঝিতে পারি নে।
করুণায় কাঁদে প্রাণ মানবের, দয়া নাই বিশ্বজননীর!

অপর্ণা। তুমি তো নিষ্ঠুর নহ —
আঁখি-প্রান্তে তব অশ্রু ঝরে মোর দুখে।
তবে এসো তুমি, এ মন্দির ছেড়ে।

জয়সিংহ। তোমার মন্দিরে এ কী নূতন সংগীত ধ্বনিয়া উঠিল আজি,
কোথা যাব এ মন্দির ছেড়ে?
কোথায় আশ্রয় আছে?

গোবিন্দমাণিক্য। যেথা আছে প্রেম।

[প্রস্থান - প্রথমে রাজা, তারপর অপর্ণা আর জয়সিংহ]

[মঞ্চ অন্ধকার]

[একক নৃত্য]

মন্দিরে মম কে আসিলে হে!
সকল গগন অমৃতগমন,
দিশি দিশি গেল মিশি অমানিশি দূরে দূরে ॥

সকল দুয়ার আপনি খুলিল,
সকল প্রদীপ আপনি জ্বলিল,
সব বীণা বাজিল নব নব সুরে সুরে ॥

[আবহ - সেতারের করুণ সুর মিলিয়ে যায়]

রাজপ্রাসাদের প্রেক্ষাপট

মঞ্চে গোবিন্দমাণিক্য - রঘুপতির প্রবেশ

[মঞ্চের ডানদিকে আলো শুধুমাত্র গোবিন্দমাণিক্য, রঘুপতির ওপর আলো, বাকি আলোআঁধারি]

[রঘুপতি]

সকলে। জয় হোক মহারাজ!

রঘুপতি। রাজার ভাণ্ডারে এসেছি, বলির পশু সংগ্রহ করিতে।

গোবিন্দমাণিক্য। মন্দিরেতে জীববলি
এ বৎসর হতে হইল নিষেধ।

সকলে। বলি নিষেধ!

রঘুপতি। এ কি স্বপ্নে শুনি?

গোবিন্দমাণিক্য। স্বপ্ন নহে প্রভু! এতদিন স্বপ্নে ছিনু, আজ জাগরণ।
বালিকার মূর্তি ধ'রে স্বয়ং জননী মোরে বলে গিয়েছেন,
জীবরক্ত সহে না তাঁহার।

রঘুপতি। এতদিন সহিল কী করে?
সহস্র বৎসর ধ'রে রক্ত করেছেন পান,
আজি এ অরুচি!

গোবিন্দমাণিক্য। করেন নি পান। মুখ ফিরাতেন দেবী
করিতে শোণিতপাত তোমরা যখন।

রঘুপতি। মহারাজ, কী করিছ ভালো করে ভেবে দেখো।
শাস্ত্রবিধি তোমার অধীন নহে।

গোবিন্দমাণিক্য। সকল শাস্ত্রের বড়ো দেবীর আদেশ।

রঘুপতি। একে ভ্রান্তি, তাহে অহংকার!
অজ্ঞ নর, তুমি শুধু শুনিয়াছ দেবীর আদেশ,
আমি শুনি নাই?

গোবিন্দমাণিক্য। দেবী-আজ্ঞা নিত্যকাল ধ্বনিছে জগতে।
সেই তো বধিরতম যেজন সে বাণী শুনেও শুনে না।

রঘুপতি। পাষণ্ড, নাস্তিক তুমি!

গোবিন্দমাণিক্য। ঠাকুর, সময় নষ্ট হয়। যাও এবে মন্দিরের কাজে।
প্রচার করিয়া দিয়ো পথে যেতে যেতে,
আমার ত্রিপুররাজ্যে যে করিবে জীবহত্যা জীবজননীর পূজাচ্ছলে,
তারে দিব নির্বাসনদণ্ড।

[প্রস্থান - প্রথমে রাজা, তারপর রঘুপতি]

[মঞ্চ অন্ধকার]

[Opera Tune]
প্রাচীন রোমের জনবহুল বাজার এলাকার প্রেক্ষাপট, একটি ছোট মঞ্চ।
[মঞ্চের ডানদিকে অন্ধকার বাঁদিক আলো - শুধুমাত্র ছোট মঞ্চের ওপর আলো, বাকি আলোআঁধারি]

সঞ্চালক - প্রসিদ্ধ বণিক-চত্বর। এখানে প্রকাশ্য সভা বসে, বিচার হয়। আবার দেশ-বিদেশের বণিকেরা এখানে সমাগত হয়, চলে ব্যবসা-বাণিজ্য। সুদূর বঙ্গদেশের মসলিন, মহাচীনের চীনাপট্ট, যবদ্বীপের মসলা এখানে বণিকরা নিয়ে আসেন। মসলার সঙ্গে ফেরি হয় গুপ্তকথা। চীনাপট্ট আর মসলিনের সঙ্গে কথা কানাকানি হয়। বণিক চত্বরের চারিদিকে ঘন জনতা, তারা অল্পেতেই তুষ্ট, আমোদেই তাদের প্রমত্ততা। কিন্তু আজ তাদের সে উল্লাস নেই। শোককাতর তারা। আজ সিজারের মৃত্যু হয়েছে শোচনীয়ভাবে, জননায়ক সিজার আর নেই। তাঁর স্থান পূর্ণ করবেন ব্রুটাস। — কি কারণে নিহত হলেন তাদের সীজার? ব্রুটাস ঘোষণা করেছেন, সীজার হত্যার কারণ তিনি খুলে বলবেন আজকের এই মহতী সভায়।
[ধীরে ধীরে বণিক-চত্বরে এসে প্রবেশ করলেন ব্রুটাস আর ক্যাশিয়াস — ব্রুটাস ছোট মঞ্চটির ওপর উঠে এলেন]

[ব্রুটাস | জনতা ১ | জনতা ২ | জনতা ৩]

ব্রুটাস — আমার প্রিয় দেশবাসী - আজ এক একনায়কের অবসান হল, আমরা আবার স্বাধীনতা পেলাম। আবার গণতন্ত্রের মহিমা বিঘোষিত হল।

জনতা ১ আমরা কারণ জানতে চাই — জানতে চাই...

জনতা ২ জানতে চাই...

জনতা ৩ জানতে চাই...

ব্রুটাস - আমরা জানাতেই এসেছি।

[জনতা দুলে উঠল — নানা স্বর ভেসে এল]

ব্রুটাস - আমার স্বদেশীয় বন্ধুগণ। তোমরা ধৈর্য ধর। আমার খ্যাতি, আমার চরিত্রের প্রতি যদি বিশ্বাস থাকে, তবে মন দিয়ে শোন। তোমরা বিচার করে দেখ — আজ তোমরাই তো সুবিচারক।
যদি এই জনতার মধ্যে, সিজারের কোন অন্তরঙ্গ বন্ধু থাকেন তাঁকে আমি জানাতে চাই — সিজারের প্রতি ব্রুটাসের ভালবাসা তাঁর চেয়ে কম নয়। সিজারকে আমি কম ভালবাসতাম না — কিন্তু রোমকে আমি তার চেয়েও ভালবাসি।
তোমরা কি এই কামনা করতে — সিজার বেঁচে থাকুন আর সকলে তাঁর ক্রীতদাস হয়ে মৃত্যু বরণ করি — না কি সবাই স্বাধীন জীবন যাপন করুক?

সিজার আমাকে ভালবাসতেন, তাই তার জন্যে আমি কাঁদি। তিনি ভাগ্যবান ছিলেন, তাই আমার আনন্দ, তিনি ছিলেন সাহসী, তাইতো তাঁকে করি শ্রদ্ধা। কিন্তু তিনি ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী, অত্যাচারী একনায়ক — তাই তো তিনি নিহত হলেন। তাঁর ভালবাসার জন্যে আমার অশ্রু ঝরে, তাঁর সাফল্যে আমার আনন্দ। সাহসিকতার জন্য আমার শ্রদ্ধা — কিন্তু ...।
এখানে কে আছে যে দাস হতে চায়, যদি থাক — বল, তার কাছে আমি অপরাধী। এখানে এমন কে আছে — যে রোমের প্রকৃত নাগরিক হতে চায় না; যদি থাক — চিৎকার করে বল। তার কাছে অপরাধ আমি মেনে নেব। এখানে এমন কে আছে, যে তার দেশকে ভালবাসে না? যদি থাক, বল, তার কাছে আমি অপরাধী হলাম। আমি উত্তর চাই? বল, বল।

জনতা ১ কেউ নেই ব্রুটাস
জনতা ২ এখানে কেউ নেই।
জনতা ৩ কেউ নেই।
ব্রুটাস — তাহলে কারো কাছে অপরাধী নই আমি। সিজারের প্রতি যা হয়েছে, ব্রুটাস যদি সমান স্বৈরাচারী হয় — তোমরা তাকেও অমনি করে হত্যা করবে। — আমার পরম সুহৃদকে আমি দেশের মঙ্গলের জন্য বলি দিয়েছি। আমার মৃত্যুর যদি একদিন প্রয়োজন হয়, ঐ ছুরি আমার জন্যই তোলা রইল।
জনতা ১ ব্রুটাস জিন্দাবাদ।
জনতা ২ আমরা তোমার মূর্তি গড়ব
জনতা ৩ ব্রুটাস, তুমি সিজার হও। তোমাকে আমরা রাজমুকুট পরাব।

[অ্যান্টনী এমন সময় সিজারের দেহ নিয়ে এসে দেখা দিলেন, ব্রুটাস জনতাকে শান্ত করে বললেন]

ব্রুটাস — এবার মার্ক অ্যান্টনী সিজারের মহিমা কীর্তন করবেন। আমরা তাঁকে এ অনুমতি দিয়েছি।

[আবহ - সেতারের বলিষ্ঠ ঝংকার]

অসীম কালসাগরে ভুবন ভেসে চলেছে।
অমৃতভবন কোথা আছে তাহা কে জানে॥
হেরো আপন হৃদয়মাঝে ডুবিয়ে, একি শোভা!
অমৃতময় দেবতা সতত
বিরাজে এই মন্দিরে, এই সুধানিকেতনে॥

প্রাচীন মন্দিরের প্রেক্ষাপট, মঞ্চে রঘুপতি

[মঞ্চের ডানদিকে আলো শুধুমাত্র রঘুপতির ওপর, বাকি আলোআঁধারি]

নয়নরায়ের প্রবেশ

[নয়নরায় | নক্ষত্ররায়]

রঘুপতি। মা'র 'পরে ভক্তি নাই তব?
নয়নরায়। হেন কথা কার সাধ্য বলে! ভক্তবংশে জন্ম মোর।
রঘুপতি। সাধু, সাধু! তবে তুমি মায়ের সেবক, আমাদেরই লোক।
নয়নরায়। প্রভু, মাতৃভক্ত যাঁরা আমি তাঁহাদেরই দাস।
রঘুপতি। শুন তবে সেনাপতি,
তোমার সকল বল করো একত্রিত
মা'র কাজে। নাশ করো মাতৃবিদ্রোহীরে।
নয়নরায়। যে আদেশ প্রভু! কে আছে মায়ের শত্রু?
রঘুপতি। গোবিন্দমাণিক্য।
নয়নরায়। আমাদের মহারাজ!
রঘুপতি। লয়ে তব সৈন্যদল, আক্রমণ করো তারে।
নয়নরায়। প্রভু, এ কি পরীক্ষা আমারে?

রঘুপতি। পরীক্ষাই বটে। কার
ভৃত্য তুমি। এবার পরীক্ষা হবে তার।
ছাড়ো চিন্তা, ছাড়ো দ্বিধা, কাল নাহি আর —
ত্রিপুরেশ্বরীর আজ্ঞা হতেছে ধ্বনিত
প্রলয়ের শৃঙ্গ-সম — ছিন্ন হয়ে গেছে
আজি সকল বন্ধন।

নয়নরায়। নাই চিন্তা, নাই
কোনো দ্বিধা। যে পদে রেখেছে দেবী, আমি
তাহে রয়েছি অটল।

রঘুপতি। সাধু!

নয়নরায়ের প্রস্থান

মঞ্চে রঘুপতি - নক্ষত্ররায়ের প্রবেশ

নক্ষত্ররায়। কী জন্য ডেকেছ গুরুদেব?

রঘুপতি। কাল রাত্রে স্বপন দিয়েছে দেবী, তুমি হবে রাজা

নক্ষত্ররায়। আমি হব রাজা! হা হা! বল কী ঠাকুর
রাজা হব? এ কথা নূতন শোনা গেল!

রঘুপতি। দেবীর স্বপন সত্য।
রাজটিকা পাবে তুমি, নাহিকো সন্দেহ।

নক্ষত্ররায়। নাহিকো সন্দেহ!
কিন্তু, যদি নাই পাই?

রঘুপতি। আমার কথায় অবিশ্বাস?

নক্ষত্ররায়। অবিশ্বাস কিছুমাত্র নেই,
কিন্তু দৈবাতের কথা — যদি নাই হয়!

রঘুপতি। অন্যথা হবে না কভু।

নক্ষত্ররায়। দেখো প্রভু, কথা যেন ঠিক থাকে শেষে।
রাজা হয়ে মন্ত্রীটারে দেব দূর করে,
সর্বদাই দৃষ্টি তার রয়েছে পড়িয়া আমা-পরে,
যেন সে বাপের পিতামহ।
বড়ো ভয় করি তারে —
বুঝেছ ঠাকুর? তোমারে করিব মন্ত্রী।

রঘুপতি। মন্ত্রিত্বের পদে পদাঘাত করি আমি।

নক্ষত্ররায়। আচ্ছা, জয়সিংহ মন্ত্রী হবে।
কিন্তু, হে ঠাকুর, সবই যদি জানো তুমি,
বলো দেখি কবে রাজা হব।

রঘুপতি। রাজরক্ত চান দেবী।

নক্ষত্ররায়। রাজরক্ত চান!

রঘুপতি। রাজরক্ত আগে আনো, পরে রাজা হবে।
নক্ষত্ররায়। পাব কোথা!
রঘুপতি। ঘরে আছে গোবিন্দমাণিক্য।
তাঁরি রক্ত চাই।

[আবহ - সেতারের বলিষ্ঠ ঝংকার]

[মঞ্চ অন্ধকার]

[Opera Tune]

[শুধুমাত্র ছোট মঞ্চের ওপর আলো, বাকি আলোআঁধারি]

মঞ্চের বাঁদিকে প্রাচীন রোমের জনবহুল বাজার এলাকার প্রেক্ষাপট, পদতলে ছোট মঞ্চ।
অ্যান্টনী ধীরে ধীরে মঞ্চে উঠে এলেন। সঙ্গে তাঁর সিজারের কফিন

[অ্যান্টনী | জনতা ১ | জনতা ২ | জনতা ৩ | জনতা ৪]

অ্যান্টনী — বন্ধু রোমবাসী, আমার স্বদেশের মানুষ। আমি সিজারের শেষকৃত্য করতে এসেছি, তাঁর মহিমা গান করতে তো আসি নি। -- মানুষ যে পাপ করে মৃত্যুর পরেও তা বেঁচে থাকে, কিন্তু সুকৃতি তার সঙ্গে সঙ্গেই মিলিয়ে যায়। সিজারের পাপ থাক, সুকৃতি মিলিয়ে যাক।

ব্রুটাস উন্নতমনা; তিনি বলেছেন সিজার ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী। যদি তাই হয়, সে তো মহা অপরাধ। এখন সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত তো তিনি করেছেন। নেতাদের অনুমতি নিয়েই আমি বলছি - ব্রুটাস মহানুভব। ওঁরা সবাই তাই। সবাই মহানুভব -

- সিজার আমার বন্ধু, আমাকে তিনি স্নেহ করতেন

- কিন্তু ব্রুটাস বললেন, তাঁর ছিল উচ্চাকাঙ্খা। আর ব্রুটাস তো যে-সে লোক নন, তিনি মহানুভব -
সিজার দিগ্‌বিজয় করে বহু ধনরত্ন নিয়ে এলেন রোমে, ভরে উঠল সাধারণের ভান্ডার। এই কি তাঁর উচ্চাকাঙ্খা বলে মনে হয়? যখন দরিদ্রের ক্রন্দনরোল উঠত, সিজার কাঁদতেন — উচ্চাকাঙ্খীর তো এমন কোমল হৃদয় হলে চলে না।

কিন্তু ব্রুটাস তো মহানুভব।
আপনারাই তো দেখেছেন, লুপারকাল উৎসবে তিন তিনবার আমি তাঁকে রাজমুকুট উপহার দিয়েছি, তিনি তিনবারই প্রত্যাখ্যান করলেন। এই কি উচ্চাকাঙ্খার পরিচয়?

কিন্তু তবুও ব্রুটাস বললেন — তিনি উচ্চাকাঙ্খী? আর তিনি তো মহানুভব ব্যক্তিই বটে।

ব্রুটাসের কথা আমি মিথ্যা প্রমাণ করতে আসিনি। যা জানি বলতে এসেছি। আপনারা একদা তাঁকে ভালবাসতেন, তার কারণ ছিল নিশ্চয়ই। আজ কি কারণে তাঁর জন্য শোক করবেন না? হায়, মানুষের বিচার-বুদ্ধি কি এখন পশুতে আশ্রয় নিয়েছে- না কি মানুষ তা হারিয়ে ফেলেছে?
আমার হৃদয় সিজারের ঐ শবাধারে তাঁর সঙ্গেই আছে, সে হৃদয় যতক্ষণ পর্যন্ত আমার কাছে ফিরে না আসে আমি নীরব রইলাম।

[জনতার হৃদয়ে দোলা লেগেছে অ্যান্টনীর ভাষণে। শূন্যতা ভরাট হয়ে উঠল চাপা স্বরে]

জনতা ১ — ওঁর কথায় যুক্তি আছে।
জনতা ২ — তা সিজারও মহা অন্যায় করেছেন বাপু। কি জানি, তাঁর চেয়েও এঁরা হয়তো খারাপ হবেন।

জনতা ১ — ওঁর কথা শোননি। রাজমুকুট উনি নেননি। উনি উচ্চাকাঙ্খী ছিলেন না।

জনতা ২ — যদি তাই হয়, এর ফলভোগ করতে হবে। রোমে অ্যান্টনীর মত মানুষ আর কি আছে বাপু।

জনতা ১ — শোন — শোন — আবার বলতে শুরু করেছেন।

[অ্যান্টনী জনতার মন জানেন। সংশয়-সন্দেহের ঝড় তুলে দিয়েছেন তাদের মনে। নিজের মত প্রতিষ্ঠিত হবে এই সন্দেহের উপর। তার কন্ঠস্বর আবার ধ্বনিত হল। নীরব জনতা।]

অ্যান্টনী — গতকাল সিজারের একটি কথা সমস্ত জগতের বিরুধ্বে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারত — কিন্তু আজ তিনি ঐখানে শায়িত। — কিন্তু এই যে দলিল দেখছেন — সিজারের শীলমোহর এতে আঁকা — তাঁর কক্ষে এটি পেয়েছি — এ তাঁরই দানপত্র। এ দানপত্র পড়লে জনতা ছুটে আসবে, চুম্বন করবে মৃত দেহে -তাঁর একগাছি কেশ স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে রাখতে চাইবে-আর সেই উত্তরাধিকার তারা দিয়ে যাবে সন্তান-সন্ততিকে। কিন্তু আমি তো সে দানপত্র পড়তে চাই না। আমি পড়ব না।

জনতা ১ — আমরা শুনতে চাই। মার্ক অ্যান্টনী — আপনি পড়ুন।

জনতা ২ — আমরা সিজারের দানপত্রে কি আছে জানতে চাই।

অ্যান্টনী — বন্ধুগণ, ধৈর্য ধরুন। কিন্তু আমি তো পড়তে পারব না সে দানপত্র। আপনারা সিজারকে ভালবাসতেন, এই দানপত্র শুনলে আপনারা উন্মাদ হয়ে উঠবেন। আপনারা যে তাঁর উত্তরাধিকারী একথা না-ই বা শুনলেন। জেনে কি ফল?

জনতা ১ — পড়ুন, পড়ুন সেই দানপত্র।

জনতা ২ — পড়ুন, পড়ুন

অ্যান্টনী — এ দানপত্র পড়লে যে-মহানুভব ব্যক্তিরা তাঁকে আঘাত করেছেন, তাঁদের প্রতি অবিচার করা হবে — তাইত আমার ভয়।

জনতা ১ — ওরা বিশ্বাসঘাতক। ওরা আবার মহানুভব।

জনতা ২ - ওরা নরকের কীট, ওরা হত্যাকারী।

জনতা ১ — পড় দানপত্র পড়।

জনতা ২ - আমরা দানপত্র শুনতে চাই।

অ্যান্টনী — তাহলে দানপত্র পড়তে হবে — এই আপনাদের দাবি? এ দাবি অমোঘ, আমাকে মানতেই হবে। আসুন তাহলে সিজারের দেহের চারিপাশে ঘিরে দাঁড়াই। যিনি এই দানপত্র রচনা করে গেছেন, তাঁকে আপনাদের দেখাই।

জনতা ১ — দেখান অ্যান্টনী, দেখান।

জনতা ২ — দেখান, দেখান।

অ্যান্টনী — আপনারা এই উত্তরীয় চেনেন বোধহয়। সিজার যেদিন এটি প্রথম পরেন, সেদিন ছিল গ্রীষ্মের সন্ধ্যা। তিনি তখন শিবিরে। নার্ভিলদের তিনি পরাজিত করেছিলেন সেদিন। দেখুন, এইখানে ক্যাশিয়াসের তরবারী বিদ্ধ হয়েছে, এইখানে ঐ ঈর্ষাপরায়ণ কাস্কার ছুরিকা আঘাত হেনেছে — আর এইখানে তাঁর প্রিয়তম ব্রুটাসের আঘাত। যখন তাঁর অভিশপ্ত

তরবারী দেহ থেকে টেনে বার করে আনলেন ব্রুটাস — তখন রক্তস্রোতও যেন বিস্ময়ে বিমূঢ় হয়ে গেল। স্তব্ধ হয়ে গেল স্রোত। সিজারের প্রিয়তম ব্রুটাস — তিনি হানলেন আঘাত। সিজার হতবাক, তাকে পরাভূত করল ব্রুটাসের কৃতঘ্নতা।

তিনি উত্তরীয়তে মুখ লুকিয়ে পম্পীর মূর্তির পদতলে লুটিয়ে পড়লেন।
হে আমার স্বদেশবাসী — এ তো এক মহাপতন। আমার, আপনার সকলেরই পতন হল সিজারের পতনে। আমাদের উপর জয়ী হল রক্তাক্ত বিশ্বাসঘাতকতা।

আপনারা কাঁদছেন-আপনাদের হৃদয় ব্যথায় ভরে গেছে। আপনারা ছিন্ন উত্তরীয় দেখে কাঁদছেন। এবার দেখুন মানুষটিকে - বিশ্বাসঘাতকদের অস্ত্রে তিনি ক্ষতবিক্ষত।

[উত্তরীয় সরিয়ে ফেললেন মার্ক অ্যান্টনী। রক্তাপ্লুত দেহ উন্মুক্ত -হায় হায় করে উঠল জনতা, দুঃখের ঝড় বয়ে গেল]

জনতা ১, ২ — মহান সিজার। হায় —

জনতা ২ — হায় — একি দশা তোমার।

জনতা ১ — ওরে বিশ্বাসঘাতকের দল। আমরা চাই প্রতিশোধ।

জনতা ১, ২ — আমরা খুঁজে বার করব। ওদের পুড়িয়ে মারব। আগুন জ্বালিয়ে দেব ঘরে ঘরে।

জনতা ১, ২ — একজনও বাঁচবে না, একজনও না।

অ্যান্টনী — বন্ধুগণ, আপনাদের আকস্মিক এই বিদ্রোহে অনুপ্রাণিত করে তুলতে আমি চাইনে। যাঁরা একাজ করেছেন — তাঁরা মহানুভব। কোন ব্যক্তিগত কারণে একাজ করলেন জানি না। তাঁরা বিজ্ঞ, মহাশয়ব্যক্তি। আপনাদের নিশ্চয়ই কারণও জানাবেন।

ব্রুটাসের মত বক্তা আমি নই- আপনারা তো জানেন আমি অল্পবুদ্ধি, সাধারণ মানুষ -আমি বন্ধুকে ভালবাসি। তাঁরা এসব জেনেই আমাকে বক্তৃতার অনুমতি দিয়েছেন। আমার নেই বুদ্ধির ঔজ্বল্য, নেই বাক্যের আড়ম্বর, নেই কোন মূল্য -আমি সোজা কথা বলি, আপনারা যা জানেন আমি তাই বলি। আমি শুধু দেখাতে পারি সিজারের ক্ষত — তারাই আমার হয়ে কথা বলবে। কিন্তু যদি ব্রুটাস অ্যান্টনী হতেন —ঐ ক্ষত মুখগুলি মুখর হয়ে উঠত — রোমের পথে পথে কেঁপে উঠত পাথর — বিদ্রোহের আগুন জ্বলে উঠত।

জনতা ৩, ৪ — আমরা ব্রুটাসের প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেব।

জনতা ১, ২ — হত্যাকারীদের আমরা খুঁজে বার করব।

য়্যান্টনী — কিন্তু এখনো তো শোনেননি আপনাদের পরম হিতৈষী সিজারের দানপত্র।

জনতা ১, ২ — হাঁ, হাঁ, - দানপত্র শুনতে হবে।

জনতা ৩, ৪ - শুনতে হবে। দাঁড়াও, দাঁড়াও।

অ্যান্টনী — সিজারের নামাঙ্কিত এই দানপত্র। রোমের প্রতি নাগরিককে দিয়েছেন। পঁচাত্তরটি মুদ্রা।

জনতা ১, ২, ৩, ৪ — আহা-সিজার মহানুভব। আমরা তার হত্যার প্রতিশোধ নেব।

অ্যান্টনী — তাঁর টাইবার নদীতীরে প্রমোদ ভবনগুলির উত্তারাধিকারীও আপনারা। আপনারা সন্তান-সন্ততি নিয়ে সেগুলি ভোগ দখল করবেন। — এমন সিজার কি আর দেখা দেবেন? আমরা কি পাব এ-হেন মানুষ?

জনতা ১, ২, ৩, ৪ — না, না — এমন সিজার তো আমরা পাব না।

জনতা ৩, ৪ — এস ভাই সব- আমরা বিশ্বাসঘাতকদের পুড়িয়ে মারব।

জনতা ১, ২, ৩, ৪ — সিজারের জয় হোক। মার ঐ বিশ্বাসঘাতকদের।

জনতা ৩, ৪ — ব্রুটাসের পতন হোক। ক্যাশিয়াস মরুক।

জনতা ১, ২, ৩, ৪ — রোমের জয় হোক্, গণতন্ত্র দীর্ঘজীবি হোক।

সঞ্চালক -

চারিদিকে জয়ধ্বনি উঠল, জাগল কোলাহল। সিজারের দেহ নিয়ে চলল জনতা। জনতা চলে গেল। অ্যান্টনী হেসে উঠলেন। উদ্দেশ্য তাঁর সিদ্ধ। এবার আসুক সর্বনাশ — গৃহ যুদ্ধের ঝড় বয়ে যাক। সিজারের মৃত আত্মা শান্তি লাভ করুন।

[আবহ - অর্কেস্ট্রা ক্রিসেন্ডো, মিলিয়ে যায়]

[মঞ্চ অন্ধকার]

[আবহ - সেতারের বলিষ্ঠ ঝংকার]

প্রাচীন মন্দিরের প্রেক্ষাপট, মঞ্চে জনতার প্রবেশ

[মঞ্চের ডানদিকে আলো]

[হারু | গণেশ | নেপাল]

[মঞ্চে রঘুপতি, জয়সিংহের প্রবেশ]

রঘুপতি। তোরা এখানে সব কী করতে এলি?

সকলে। আমরা ঠাকরুন দর্শন করতে এসেছি।

রঘুপতি। বটে! দর্শন করতে এসেছ? এখনো তোমাদের চোখ দুটো যে আছে সে কেবল বাপের পুণ্যে। ঠাকরুন কোথায়! ঠাকরুন এ রাজ্য ছেড়ে চলে গেছেন। তোরা ঠাকরুনকে রাখতে পারলি কই? তিনি চলে গেছেন।

সকলে। কী সর্বনাশ! সে কী কথা ঠাকুর! আমরা কী অপরাধ করেছি?

নেপাল। চুপ কর্ তোরা। মিছে গোল করিস নে। আচ্ছা ঠাকুর, মা কেন চলে গেলেন, আমাদের কী অপরাধ হয়েছিল?

রঘুপতি। মার জন্যে এক ফোঁটা রক্ত দিতে পারিস নে, এই তো তোদের ভক্তি!

অনেকে। রাজার আজ্ঞা, তা আমরা কী করব?

রঘুপতি। রাজা কে? মার সিংহাসন তবে কি রাজার সিংহাসনের নীচে? তবে এই মাতৃহীন দেশে তোদের রাজাকে নিয়েই থাক্, দেখি তোদের রাজা কী করে রক্ষা করে।

সকলে সভয়ে...

নেপাল। চুপ কর্।— সন্তান যদি অপরাধ করে থাকে মা তাকে দণ্ড দিক, কিন্তু একেবারে ছেড়ে চলে যাবে এ কি মা'র মতো কাজ? বলে দাও কী করলে মা ফিরবে।

রঘুপতি। তোদের রাজা যখন রাজ্য ছেড়ে যাবে, মাও তখন রাজ্যে ফিরে পদার্পণ করবে।

রঘুপতি। তবে তোরা দেখবি? এইখানে আয়। অনেক দূর থেকে অনেক আশা করে ঠাকরুনকে দেখতে এসেছিস, তবে একেবার চেয়ে দেখ্।

[মন্দিরের দ্বার-উদ্‌ঘাটন। প্রতিমার পশ্চাদ্ভাগ দৃশ্যমান]

সকলে। ও কী! মার মুখ কোন্‌ দিকে?
ওরে, মা বিমুখ হয়েছেন!
ও মা, ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! ফিরে দাঁড়া মা! একবার ফিরে দাঁড়া! মা কোথায়! মা কোথায়! আমরা তোকে ফিরিয়ে আনব মা! আমরা তোকে ছাড়ব না। চাই নে আমাদের রাজা। যাক রাজা! মরুক রাজা!

[অপর্ণার প্রবেশ, মন্দিরের দ্বারে]

অপর্ণা। বিমুখ হয়েছে মাতা! আয় তো মা, দেখি,
আয় তো সমুখে একবার!
[প্রতিমা ফিরাইয়া]
এই দেখো মুখ ফিরায়েছে মাতা।

সকলে। ফিরেছে জননী! জয় হোক! জয় হোক! মাতঃ, জয় হোক

[জনতার প্রস্থান]

জয়সিংহ। সত্য বলো, প্রভু, তোমারি এ কাজ?

রঘুপতি। সত্য , কেন না বলিব? আমি কি ডরাই সত্য বলিবারে?
দেবতার অসন্তোষ প্রতিমার মুখে প্রকাশ না পায়।
কিন্তু মূর্খদের কেমনে বুঝাব!
চোখ চাহে দেখিবারে, চোখে যাহা দেখাবার নয়।
মিথ্যা দিয়ে সত্যেরে বুঝাতে হয় তাই।
মূর্খ, তোমার আমার হাতে সত্য নাই।
সত্যের প্রতিমা সত্য নহে,
কথা সত্য নহে, লিপি সত্য নহে, মূর্তি সত্য নহে, চিন্তা সত্য নহে। সত্য কোথা আছে —
কেহ নাহি জানে তারে, কেহ নাহি পায় তারে।
সেই সত্য কোটি মিথ্যারূপে চারি দিকে ফাটিয়া পড়েছে।
সত্য তাই নাম ধরে মহামায়া, অর্থ তার ‘মহামিথ্যা '।
সত্য মহারাজ বসে থাকে রাজ-অন্তঃপুরে —
শত মিথ্যা প্রতিনিধি তার, চতুর্দিকে মরে খেটে খেটে।—

শিরে হাত দিয়ে, ব'সে বসে ভাবো —
আমার অনেক কাজ আছে!
আবার গিয়েছে ফিরে প্রজাদের মন।

[মঞ্চ অন্ধকার]

জয়সিংহের মুখের ওপর শুধু একফালি আলো এসে পড়ে, গানের মাঝে ধীরে ধীরে অন্ধকার হয়ে যায়।

[একক নৃত্য]
[আবহ - সেতারের বলিষ্ঠ ঝংকার]

মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্তদ্বারে তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গলপ্রভাতে ॥
উদয়গিরি হতে উচ্চে কহো মোরে: তিমির লয় হল দীপ্তিসাগরে--
স্বার্থ হতে জাগো, দৈন্য হতে জাগো, সব জড়তা হতে জাগো জাগো রে
সতেজ উন্নত শোভাতে ॥
বাহির করো তব পথের মাঝে, বরণ করো মোরে তোমার কাজে।
নিবিড় আবরণ করো বিমোচন, মুক্ত করো সব তুচ্ছ শোচন,
ধৌত করো মম মুগ্ধ লোচন তোমার উজ্জ্বল শুভ্ররোচন
নবীন নির্মল বিভাতে ॥

সম্পূর্ণ মঞ্চ জুড়ে আলো, পেছনে একটি কমিউনিটি সেন্টারের প্রেক্ষাপট।
মঞ্চের ওপর সভার আমন্ত্রিত অতিথিদের দেখা যায়। কেউ বসে, কেউ ঘোরাফেরা করে। সাদা চাদরে ঢাকা একটি ছোটো টেবিল, পেছনে চারটি চেয়ার। মাঝের চেয়ারটি ফাঁকা। দুটি মাইক, একটি পাশে দাঁড় করানো, একটি ফাঁকা চেয়ারটির সামনে রাখা। সমরেশকে মাইক ঠিক করতে দেখা যায়।, অমলেন্দু একদল লোক নিয়ে হলে প্রবেশ করে। হাতের ইসারায় তাদের বসতে বলে অমলেন্দু মঞ্চে উঠে আসে। রাধানাথ, করুণা এসে নমস্কার করে বসে। সভার শ্রোতারা হলের মধ্যে চারিদিকে ছড়িয়ে থাকে।

জনতা ১ | জনতা ২ | জনতা ৩ | জনতা ৪ | জনতা ৫
[সমরেশ | ডাক্তার | রাধানাথ | অমলেন্দু | করুণাকিরণ]

সঞ্চালক - নাটকটির প্রধান পুরুষ, ডাঃ পূর্নেন্দু গুহ, একদা প্রমাণ পেলেন যে তাঁদের শহরের যেটি সর্বপ্রধান গর্বের জিনিস, এবং ক্রমবর্ধমান আর্থিক উন্নতির প্রধান কারণ, সেই তেজস্ক্রিয় খনিজ উত্তোলন প্রকল্পের আশপাশের বেশকিছু গ্রামে এই মারাত্মক তেজস্ক্রিয় বিকিরণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। এতে মহামারী অবধারিত।
এর প্রতিকার সম্ভব, কিন্তু তা কিছুটা সময়সাপেক্ষ এবং বহুব্যায়সাপেক্ষ। কিন্তু তা না করলে জনস্বাস্থ্যের সমূহ সংকট।
ডাঃ গুহ আশা করেছিলেন, দেশের স্বার্থে, কর্তাব্যক্তিরা তাঁর কথা শুনবেন, কিন্তু প্রথমেই বাধা এল তাঁদের কাছ থেকে। ডাঃ গুহ তখন ভাবলেন, এঁদের কায়েমী স্বার্থ্যে আঘাত লাগলেও, এঁদের বিপক্ষে যে উদারনৈতিক ও প্রগতিবাদী দলের লোকেরা থাকেন, তাঁরা এই সমাজহিতকর মঙ্গলকর্মে সায় দেবেন।

কিন্তু কোনো এক গূঢ় প্রক্রিয়ায়, প্রগতিবাদী এবং প্রতিক্রিয়াশীল, উভয়পক্ষই হঠাৎ পরস্পরের সঙ্গো হাত মিলিয়ে ফেললেন। তখন সেই মানুষটির একটিমাত্র আশাই অবশিষ্ট রইল। কোনোরকমে জনসাধারণের কাছে তাঁর কথা পৌঁছে দেওয়া। তাঁরা নিশ্চয় নিজেদের ভালো বুঝবেন।

একদল লোক নিজেদের মধ্যে কথা বলতে বলতে হৈহৈ করে মঞ্চের দিকে এগিয়ে যায়। অমলেন্দু মঞ্চ থেকে হাত নেড়ে তাদের শান্ত থাকতে বলে। তারা দুদলে ভাগ হয়ে মঞ্চের দুপাশে জমা হয়। ডাক্তার গুহ নেই বলে একটা চাপা অসন্তোষ শুরু হয় ভিড়ের মধ্যে।

সমরেশ। আপনারা একটু শান্ত হোন। ডক্টর গুহ এখনি এসে আপনাদের কাছে তাঁর কথা বলবেন। ঐ যে ডক্টর এসে পড়েছেন।

ডাক্তার ডানদিক দিয়ে এসে দাঁড়ান

ডাক্তার । নমস্কার। আমি দুঃখিত। আমাদের একটু দেরি হয়ে গেছে। এখনি সভার কাজ শুরু করছি। এই সভায় আমার কিছু বলবার আছে আপনাদের কাছে, তাই আমি এই সভা ডেকেছি। এই কথা আমি কোথাও বলতে পারিনি। বলার সুবিধা পাইনি। সমরেশবাবুর কল্যাণে আজ এই বাড়িটায় আপনাদের ডাকতে পেরেছি, আমার কিছু কথা আপনাদের বলবো বলে। কারণ আপনারাই হচ্ছেন দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারালয়সুপ্রিম্ কোর্ট অফ্ জাস্টিস্। আপনাদের কাছে আমি আমার কথা বলতে চাই এই - , আশা করে যে, আপনাদের কাছে এ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ বিচার পাবো।

রাধানাথ । এটা যখন একটা সভা হচ্ছে, তখন আমাদের মনে হয়, একজন সভাপতি থাকা দরকার।

ডাক্তার । নানা ,তার কোনো দরকার নেই।

ভিড়ের মধ্যে কেউ কেউ বলে

জনতা ১ । হ্যাঁ একজন সভাপতি চাই।

জনতা ২ । হ্যাঁ সভাপতি চাই।

জনতা ৩ । নানা আবার সভাপতির কী দরকার-

জনতা ৪ । সভাপতি চাই।

জনতা ৫ । সভাপতির কী দরকার

গুঞ্জন

ডাক্তার । তাহলে -

অমলেন্দু। আমারও মনে হয় একজন সভাপতি থাকা ভালো।

ডাক্তার । কিন্তু এই সভা ডেকেছি আমি, আমার নিজের কথা বলবার জন্যে।

অমলেন্দু। তুমি যা বলবে সেটাই সম্পূর্ণ সত্য না-ও হতে পারে। তাই নিয়ে মতবিরোধ ঘটতে পারে। সেই জন্যে একজন সভাপতি থাকা দরকার। তিনি থাকলে অতি সহজেই এসবের মীমাংসা করে দিতে পারবেন।

রাধানাথ । সভাপতি চাই।

ভিড় থেকে সভাপতির দাবি বাড়তে থাকে।

জনতা ১ । হ্যাঁ একজন সভাপতি চাই।

জনতা ২ । সভাপতি চাই। সভাপতি চাই।

করুণাকিরণ। বেশ বোঝা যাচ্ছে সভাপতির দাবি জনসাধারণের দাবি।

জনতা ১ । হ্যাঁ ,হ্যাঁ সভাপতি চাই।

জনতা ২ । আমরা সভাপতি চাই।

ডাক্তার । বেশ, আপনারা যদি মনে করেন সমস্ত জিনিসটা নিরপেক্ষভাবে বোঝবার জন্যে একজন সভাপতি থাকা দরকার, তবে তাই হোক।

রাধানাথ । আমার তো মনে হয় এ সভায় অমলেন্দুবাবুই সভাপতি হওয়ার যোগ্য ব্যক্তি।

সবাই হাততালি দেয়।

জনতা ১ । হ্যাঁ হ্যাঁ অমলেন্দুবাবু

জনতা ২ । অমলেন্দুবাবু...অমলেন্দুবাবু ,

অমলেন্দু । (দাঁড়িয়ে উঠে) কতগুলো কারণে, -আপনারা নিশ্চয়ই বুঝবেন সেগুলো, আমি রাধানাথবাবুর এ প্রস্তাবে রাজি হতে পারছি না। তবে সৌভাগ্যের কথা হোল যে, আমাদের মধ্যে এমন একজন আছেন যিনি সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি। আমি বাড়িওয়ালা সমিতির সভাপতি শ্রী রাধানাথ নন্দীর কথা বলছি।

জনতা ৩ । আমি এ প্রস্তাব সমর্থন করছি, রাধানাথ নন্দী জিন্দাবাদ।

জনতা ৪ । রাধানাথ নন্দী জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ...জিন্দাবাদ ,

রাধানাথ দাঁড়িয়ে উঠলে সবাই হাততালি দেয়।

রাধানাথ। (উঠে দাঁড়ান) আপনারা যখন বিশ্বাস করে আমার মতো অযোগ্য ব্যক্তিকে এই সম্মান দিচ্ছেন, তখন আমি আর আপত্তি করবো না। তা আপনারা যখন আমাকেই নির্বাচিত করলেন, তখন আমার গোড়াতেই কয়েকটা কথা বলবার আছে। দেখুন, আমি খুব শান্তিপ্রিয় মানুষ। ভেবেচিন্তে বুঝেসুঝে সবার সঙ্গো মানিয়ে চলাই আমার একমাত্র লক্ষ্য। যাঁরা আমাকে জানেন তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই মানবেন একথা। অভিজ্ঞতায় আমি জেনেছি যে জীবনে মানিয়ে চলাই হোল প্রত্যেক মানুষের সামাজিক কর্তব্য।

আমি তাই সেই শ্রদ্ধেয় নাগরিককে, মানে যিনি এই সভা আহ্বান করেছেন, তাঁকে অনুরোধ করছি তিনি যেন সুমিতির সীমা অতিক্রম না করেন।

জনতা ১। সুমিতি সমিতি জিন্দাবাদ

জনতা ২। জিন্দাবাদ...জিন্দাবাদ ,

জনতা ৩। এ কী রে বাবা! এ আবার কী!

সবাই হাসতে থাকে।

রাথানাথ । অর্ডার! অর্ডার!- ,গন্ডগোল করবেন না, গন্ডগোল করবেন না -সভায় যাঁরা উপস্থিত থাকেন তাঁদের আমরা বলি সভ্য।

জনতা ১ । যেমন আমরা...

সকলে হাসে।

অমলেন্দু। সভাপতি মশায়, আমি -

রাধানাথ । এবার মিউনিসিপ্যালিটির সুযোগ্য চেয়ারম্যান, শ্রদ্ধেয় শ্রী অমলেন্দু গুহ আপনাদের কিছু বলবেন।

অমলেন্দু। বন্ধুগণ, আমার ঘনিষ্ঠ আত্মীয়তার কথা ভেবে -আপনারা তো সবাই জানেন, এখানকার যিনি মেডিক্যাল অফিসার তাঁর সঙ্গো আমার কী সম্পর্ক - সেই কথা ভেবে আমার এ সভায় আসবার বা বক্তৃতা করবার কোনো ইচ্ছাই ছিলো না। কিন্তু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান হিসেবে এই শহরের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা সম্বন্ধে কিছু ভিত্তিহীন আলোচনা হবে শুনে, আপনাদের সামনে আমাকে আসতে হোল। এবং দু'চারটি কথাও বলতে হচ্ছে। বন্ধুগণ, আমাদের এই কলোনির, এই শহরের মহার্ঘ্য এই খনিজ সম্পদ হচ্ছে আমাদের একটা বিরাট গৌরবের ব্যাপার, আমাদের সকলের। তাই আমার বিশ্বাস, যে এই সভায় উপস্থিত একজন নাগরিকও সেই ব্যবস্থা সম্পর্কে অবিশ্বাস্য ও মিথ্যাপ্রচারে কান দেবেন না। এবং এই ধরণের মিথ্যা গুজব যাতে মোটেই প্রচারিত না হতে পারে তার ব্যবস্থা করবেন।

ভিড়ের মধ্যে গুঞ্জন

অতএব এই প্রস্তাব আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপিত করলুম যে, এই সভা এইসব বিকিরণ ফিকিরণের ব্যাপারে ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহের কোনো বক্তব্যই শুনতে সম্মত নয়।

পুনরায় গুঞ্জন

জনবাণী-তে প্রকাশিত আমার বিবৃতিতে সমস্ত তথ্যই আমি বিশদভাবে প্রকাশ করেছি, যেটা পড়লে যে কোনো স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ সহজেই ঘটনাটা বুঝে নিজেদের সিদ্ধান্তে আসতে পারবেন। ওটা থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, ডাক্তারের এই খামখেয়ালি প্রস্তাবে শুধু যে শহরের লোকেদেরই অপমান করা হয়েছে তা নয়। ওটা মানলে শহরের যাবতীয় উন্নয়ন এবং ব্যবসা বাণিজ্য সব একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

গুঞ্জন বাড়ে

রাধানাথ । অর্ডার্! অর্ডার্!

অমলেন্দু। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমার ওই প্রস্তাব যে এই সভা এই ব্যাপারে ডাক্তার পূর্ণেন্দু গুহের কোনো কথা শুনতে রাজি নয়, আপনাদের ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

অমলেন্দু বসে পড়েন। গুঞ্জন বাড়ে

রাধানাথ। আপনারা একটু থামুন। অর্ডার্! অর্ডার্! আপনারা দয়া করে একটু চুপ করুন। আমি বলতে চাই, আমিও অমলেন্দুবাবুর এই প্রস্তাব সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করছি। সভাপতি হিসেবে আমারও সুচিন্তিত মত এই যে, ডাক্তারের হৈ-চৈ-এর মূলে অন্য কোনো কারণ আছে। ডাক্তার সবাইকে বিকিরণ ফিকিরণের কথা বলেছেন বটে, কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য হোল একটা গন্ডগোল পাকানো যাতে অন্যদের হাতে মিউনিসিপ্যালিটির ক্ষমতা চলে যায়। হয়তো তাঁর নিজেরই হাতে।

গুঞ্জন বাড়ে-

অবশ্য ব্যক্তিগতভাবে আমিও তো চাই, সমস্ত ক্ষমতা জনসাধারণের হাতে চলে যাক।

এ-কথায় সকলে হাততালি দেয়।

তবে কি না দেখতে হবে, আমাদের উন্নয়ণ যেন কোন ভাবেই থমকে না যায়। এ ক্ষেত্রে আমার ধারণা তা-ই হবে।

সুতরাং কোনো মতেই আমি ডাক্তারকে সমর্থন করতে পারছি না। -আরো একটা কারণ রয়েছে যার জন্য আমি ডাক্তার গুহকে সমর্থন করতে পারছি না। যে দেবতুল্য মানুষ তাঁকে বিদেশ-বিভুঁই থেকে নিয়ে এসে নিজের দেশে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন, যিনি তাঁরই সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারলেন না তাঁকে সমর্থন করা আর দেশদ্রোহিতা করা একই কথা বলে আমি মনে করি!

গুঞ্জন। এবারে করুণা-

করুণা । ডাক্তার গুহের প্রসঙ্গে আপনারা বিশদ আলোচনা শুনলেন। সে সম্বন্ধে আমি কিছু বলবো না। আমার একটা কৈফিয়ৎ আছে। এই প্রসঙ্গে আমি সেটাই পেশ করছি।

আমাদের জনবাণী পত্রিকা ডাক্তার গুহুকে এই কলোনির একজন প্রকৃত বন্ধু হিসেবে এতোদিন প্রচার করেছে। ডাক্তার গুহুকে একজন লেখক হিসেবে, একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। যে ভরসায় আজকে তিনি এতো বড়ো একটা সভা আহ্বান করতে সাহস করেছেন। এবং আপনারাও এসেছেন। আপনারা এতোক্ষণ শুনলেন যে ডাক্তার গুহ এখানকার কিছু কাল্পনিক বিষয় নিয়ে হৈ-চৈ শুরু করেছেন। গোড়াতে আমরা সরল বিশ্বাসে এই ব্যাপারে ডাক্তার গুহকে সমর্থন করেছিলাম। তার কারণ আমরা তাঁকে এতোকাল একজন হিতাকাঙ্খী হিসেবেই জানতাম। তিনি নিজেকে একজন জনদরদী, নিঃস্বার্থ এবং ন্যায়পরায়ণ মানুষ হিসেবেই প্রচার করেছেন।

কিন্তু সেই বিশ্বাসের মূলে তিনি আঘাত করেছেন। আমরা প্রতারিত হলাম। একবার ভেবে দেখুন আমাদের অবস্থাটা। দু'দিন আগে একজন লোককে আমরা সমর্থন করেছিলাম, আর আজ পারছি না। কেন?

আপনারা সকলেই জানেন, এ সমস্ত ব্যাপারে জনবাণী-র স্ট্যান্ড কী! জনবাণী-র স্ট্যান্ড্ সব সময়েই সত্য এবং ন্যায়ের পক্ষে। জনবাণী-র মোটো-ই হল সত্যভাষণ! এবং জনগণের স্বার্থরক্ষা! সেই সত্য, ন্যায়, এবং জনস্বার্থের খাতিরেই আমরা তাঁকে আর আমাদের বন্ধু বলে স্বীকার করছি না। তার কারণ আমরা দেখলাম যে ডাক্তার গুহ এই ব্যাপারে একটা জনস্বার্থবিরোধী, বিপজ্জনক এবং ধ্বংসাত্মক পথে পা বাড়িয়েছেন।

আমি ব্যক্তিগতভাবে অবশ্য ডাক্তার গুহের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে অত্যন্ত দুঃখবোধ করছি। কিন্তু সেটা অতি তুচ্ছ কথা। সবার ওপরে রয়েছে, বন্ধুগণ, আপনাদের বৃহত্তম স্বার্থ, সত্য এবং ন্যায়।

করুণা বসে পড়ে। গুঞ্জনের মধ্যেই শোনা যায়

জনতা ৩ । এসব নোংরা ব্যাপার হে, না আসাই ভালো ছিল।

জনতা ৪ । অনেক কিছু গন্ডগোল আছে ভিতরে। এ একেবারে উল্টো ব্যাপার।

রাধানাথ । আশা করা যায় সমস্ত বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিস্কার হয়ে গেছে। অতএব এখন অমলেন্দুবাবুর প্রস্তাবটি- এই সভা বিকিরণ সম্বন্ধে কোনো কথা শুনতে রাজি নয়- ভোট দেওয়া হবে।

ডাক্তার । তার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বিকিরণ সম্বন্ধে কোন কথা বলার ইচ্ছেই আমার আর নেই। আমার সম্পূর্ণ অন্য কিছু কথা বলবার আছে। আমি বলতে পারি?

গুঞ্জন

রাধানাথ । এবারে ডাক্তার গুহ কিছু কথা আপনাদের বলবেন।

ডাক্তার । আর ক'দিন আগে এইরকম করে আমাকে থামিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলে আমি আমার অধিকার বজায় রাখার জন্যে প্রাণপণ লড়তুম। কিন্তু এইখানে বসে আজ এ সমস্ত আমার কাছে নিরর্থক হয়ে গেছে। হঠাৎ আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলুম যে, আমাদের নৈতিক জীবনের মূল উৎসই দূষিত। এবং আমাদের এই পুরো সমাজের কাঠামোটাই দাঁড়িয়ে আছে মিথ্যের বীজাণুতে ভরা একটা পচা ভিত্তির ওপরে।

জনতা ৩ । এইটা ঠিক বলেছে।

জনতা ৪ । এ, এটা আবার একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেলো।

জনতা ১ । কী কথা শুনতে এলাম, এটা আবার কী!

রাধানাথ । বক্তার কাছে অনুরোধ, যে তিনি তাঁর প্রকাশভঙ্গির দিকে একটু নজর রাখেন।

ডাক্তার। নিজের শৈশবকে মানুষ যেমন ভালোবাসে, আমার এই গ্রামটাকে আমি সেইরকম করে ভালোবেসেছি। আপনারা হয়তো অনেকে জানেন, যখন আমাকে আমার দেশ ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল, তখন আমার বয়স অল্প। তারপরে আমাকে কাটাতে হয়েছে পাহাড়ে, মরুভূমিতে, বনে-জঙ্গালে। বছরের পর বছর। কিন্তু আমার দেশকে আমি ভুলে গিয়েছিলাম, এটা কেউ বলতে পারবে না। সেই দূর দেশে বসে সারাদিনের হাড়ভাঙা পরিশ্রমের পর একলা রাত জেগে বসে আমি তৈরি করেছিলাম এই মাইনসের প্ল্যান, এই কলোনির প্ল্যান্। যার জন্যে আপনারা আসতে পেরেছেন।

তারপর একদিন ফেরবার দিন এলো। বিশ্বাস করুন, তখন আমার মনে হয়েছিলো, আর আমি জীবনে কিচ্ছু চাই না। নিজের দেশে থাকবো। নিজের সমাজের জন্যে যতোটুকু পারি খাটবো। আর সকলের সঙ্গো মিলেমিশে জীবনের বাকি কটা দিন কাটিয়ে দেবো।

অমলেন্দু। সভাপতি মশায়, আমি প্রশ্ন করতে চাই, যে মিলেমিশে থাকার পদ্ধতিটা কি তিনি ঠিক অনুসরণ করেছিলেন?

রাধানাথ । ডাক্তার গুহ, একটা প্রশ্ন উঠে পড়েছে, উত্তর দিন।

ডাক্তার । না। আমি একটা মোহের মধ্যে ছিলাম। তাই আমি বাস্তবের দিকে চোখ বুজে ছিলাম। এই কয়েক দিন আগে আমি প্রথমেই যেটা স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম সেটা হোল আমাদের এই কর্তৃপক্ষের প্রচন্ড নির্বুদ্ধিতা।

অমলেন্দু। সভাপতি মশায়-

রাধানাথ । সভাপতি হিসেবে আমিও বলছি-

ডাক্তার। ক্ষেতের মধ্যে ছাগল ঢুকে পড়লে যেমন সব তছনছ করে দেয়, এরা চতুর্দিকে সেইরকম খালি ক্ষতি করে। কোনো স্বাধীনচেতা মানুষ, সে সমাজের যে কোনো স্তরেই থাকুক না কেন, যতোটুকু পরিধির মধ্যেই সে তার কাজ করার চেষ্টা করুক না কেন, এরা তার পথে দাঁড়িয়ে তার কাজে বাধা সৃষ্টি করবেই- তার কাজ পন্ড করবেই। অন্য যে কোনো বিকিরণের মতো এরা যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো তাতে সমাজের ভালো হোত।

ভিড় থেকে হাসি শোনা যায়

রাধানাথ । ডাক্তারবাবু, ভাষাটা একটু সংযত রাখবেন। দেখছেন তো, লোকজন ক্ষেপে উঠছে।

ডাক্তার । কেউ যদি মনে করেন আমাদের কর্তাব্যক্তিদের নিন্দে করবার জন্য বা তাদের ব্যঙ্গ করবার জন্য আমি এখানে দাঁড়িয়েছি তাহলে খুব ভুল হবে। খুব। কারণ এই সমস্ত লোকই যে আমাদের সমাজের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে তা নয়। এরাই যে আমাদের নৈতিক জীবনকে সবচেয়ে দূষিত করছে তাও নয়। এরাই যে আমাদের সত্যের এবং স্বাধীনতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু তা-ও নয়।

জনতা ৩ । তবে কে? কে তারা?

জনতা ৪ । নাম বলুন! নাম বলুন!

ডাক্তার । নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই বলবো। সেই আবিষ্কারই তো আমি করেছি। সেই কথা বলবার জন্যেই তো এখানে আমি দাঁড়িয়েছি। সত্যের এবং স্বাধীনতার সবচেয়ে বড়ো শত্রু হোল-মেজরিটি-ব্রুট, কম্প্যাক্ট মেজরিটি। যে মেজরিটি এদের অপপ্রচারে বিশ্বাস করে, যে মেজরিটি সেই মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেয়, যে মেজরিটি অলস-

ভীষণ গোলমাল শুরু হয়ে যায়

রাধানাথ । ডাক্তার গুহ, সভাপতি হিসেবে আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, আপনার কথা আপনি ফিরিয়ে নিন।

ডাক্তার । ...মেজরিটি আজ আমার মুখ বন্ধ করে দিয়েছে।

করুণা । মেজরিটি যা বলবে সেইটাই সব সময় সত্য, সেইটাই ন্যায়!

ডাক্তার । কখনোই না। কারা মেজরিটি হয় দেশের মধ্যে? যারা বুদ্ধিমান, না যারা মুর্খ? পৃথিবীময় আজ মূর্খেরা মেজরিটি। জোর তাদের গায়ে আছে ঠিক। কিন্তু সত্য নেই! ন্যায় নেই!

গোলমাল বাড়ে

করুণা। ডাক্তার গুহ এখন সাধারণ মানুষের ঊর্ধ্বে উঠে গেছেন! তিনি অ্যারিস্টোক্রাট্ হয়েছেন।

ডাক্তার । এইসব ব্রুট মেজরিটির দালালদের সম্পর্কে কোনো কথা আমি বলতে চাই না। এদের উদ্দেশ্য নয় সত্য ভাষণ। এরা মেজরিটিকে সত্য কথা বলে না। কারণ মেজরিটি সত্য কথা সহ্য করতে পারে না। সেই জন্য এরা বানিয়ে বানিয়ে সেইসব কথা বলে যাতে মেজরিটির ভালো লাগে, মিষ্টি লাগে। কিন্তু যে জীবন ধক্‌ধক্ করছে, যে জীবন লড়ছে, সে এদের কেয়ার্‌ও করে না। আমি আমাদের মধ্যে সেই মুষ্টিমেয় কয়েকজন লোকের কথা ভাবছি, যারা সাধারণের চেয়ে অনেক দ্রুত চলে একেবারে সভ্যতার সীমান্তে, চেতনার সীমান্তে এসে দাঁড়িয়েছে। সেইখানে দাঁড়িয়ে, একলা, লাইক, সেন্টিনেল্‌স্ ইন্ দ্য ডার্ক, অন্ধকারের সঙ্গে তারা লড়াই করছে, সত্যকে ছিনিয়ে আনবার জন্যে।

করুণা । এইবার ডাক্তার গুহ একজন বিপ্লবী।

ডাক্তার। নিশ্চয়ই আমি বিপ্লবী। মেজরিটিই যে সত্যের মৌরসিপাট্টা নিয়ে বসে আছে সেই মিথ্যে কথার বিরুদ্ধে আমি বিপ্লব করবো।

গোলমাল

কী ধরনের সত্য কথাকে বেশির ভাগ লোক মানে? যেগুলো খুব পুরোনো সত্য, খুব পচা সত্য। আর সত্য অতোদিনের বাসি হলে তা আর সত্য থাকে না! মিথ্যা হয়ে যায়।

টেক্ ইট্ ফ্রম্ আ ম্যান্ অফ সায়েন্স। একটা সাধারণ সত্য দশ, পনেরো, কী বড়োজোর কুড়ি বছর বাঁচে। আর যখন তার বাঁচার জোর ফুরিয়ে যায়, পুরোনো হয়ে পচে যায়, ঠিক তখনই সেটা পপ্যুলার হয়। তখনই বেশিরভাগ লোক সেটা আওড়ায়। তাতে নৈতিক স্বাস্থ্য ভালো হয় না, খারাপ হয়। তাতে নৈতিক যক্ষ্মা হয়।

রাধানাথ । এসব আর কোনো মতেই চলতে দেওয়া যেতে পারে না।

গোলমাল বেড়ে ওঠে।

জনতা ১ । বন্ধ করে দিন, বন্ধ করে দিন...

জনতা ২ । বন্ধ করুন...

ডাক্তার । আপনারা যদি আমাকে বলতে না দেন, তবে আমি কলকাতায় যাবো। সেখানে রাস্তার মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে লোক ডেকে ডেকে বলবো। অন্য জায়গায় কাগজে লিখবো। এখানকার অবস্থা সবাইকে জানাবো।

করুণা । বোঝাই যাচ্ছে ডাক্তারের ইচ্ছে কলোনিটা ভেঙে যাক।

ডাক্তার । হ্যাঁ, আমার জন্মভূমিকে আমি এতো ভালোবাসি যে কোনো মিথ্যা দিয়ে এর উন্নতি করার চেয়ে এটা ভেঙে যাক সেও ভালো।

গোলমাল খুব বেড়ে ওঠে। এরই মধ্যে অমলেন্দু, কালীকিঙ্কর বেরিয়ে যায়। সবাই উঠে পড়েন-

জনতা ১ । বন্ধ করে দিন...

জনতা ২ । বন্ধ করুন, বন্ধ করুন...

রাধানাথ। বাধ্য হয়ে এখানকার একজন নাগরিকের কথা আমায় মানতে হচ্ছে যে, ডাক্তার গুহ দেশের শত্রু। যাঁরা এই প্রস্তাবের বিপক্ষে অর্থাৎ ডাক্তারের পক্ষে তাঁরা হাত তুলুন।

একটা হাত দেখা যায়, সেটা সমরেশের হাত।

জনতা ১ । কেউ নেই

জনতা ২ । কেউ নেই, কেউ নেই

রাধানাথ । এই সভা এইখানে ভেঙে দেওয়া হোল।

Heavy Metal : Code Orange – Bleeding in the blur

ডাক্তার কিছু বলবার চেষ্টা করেন। চেঁচামেচির সঙ্গে সঙ্গে ঢিল পড়তে থাকে। সমরেশ ডাক্তারকে বাঁচানোর চেষ্টা করতে থাকে। মঞ্চ ছেড়ে সবাই পালিয়ে যায়।

Heavy Metal চলতে থাকে। হঠাৎ করে সমস্ত শব্দ বন্ধ হয়ে যায়, মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।

ধীরে ধীরে মঞ্চে সামান্য আলো ফোটে। পুতুল নাচের বাজনা।

অ্যান্টনী, রঘুপতি, অমলেন্দু কে চুপিচুপি মঞ্চে প্রবেশ করতে দেখা যায়, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে মঞ্চের মাঝবরাবর পড়ে থাকা পর্দার পেছনে লুকিয়ে পড়তে দেখা যায়। তাদের হাতগুলো শুধু পুতুলনাচের মত পর্দার ওপর বের হয়ে থাকে। পুতুলের মুখোশ এবং পোশাকে কিছু মানুষ মঞ্চে প্রবেশ করে। দেখা যায় তাদের হাতে বাঁধা দড়ি পর্দার পেছনে থাকা মানুষদের হাতে।

পেছনে পর্দায় ভোগবাদী নাগরিক সভ্যতা এবং অর্থনীতির কিছু খণ্ডচিত্র দেখা যায়। সঙ্গে প্রকৃতি থেকে নির্বিচারে মানুষের সম্পদ আহোরণের ছবি। তিনজন মানুষকে যন্ত্রের মত মাটি কাটতে দেখা যায়, আর একজন সর্দার। সবাই যেন পুতুলের মত কারুর ইসারায় কাজ করে চলে।
এরপর তাদের দেখা যায় মাটি কাটা ছেড়ে কারখানায় কাজ করতে, একই রকম, পুতুলের মত।
এর পর তারা মঞ্চ ছেড়ে গেলে আর একদল ছেলে মেয়ে রঙীন পোষাকে মঞ্চে প্রবেশ করে।

পর্দার পেছন থেকে এদের হাতে কখনো রঙীন বেলুন, কখনো রং-বেরংএর বাক্স তুলে দেওয়া হয়। কিছুক্ষণ তাই নিয়ে মেতে থাকার পর, হাতের ইশারায় পুতুলদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুতুলরা পরস্পরকে আক্রমণ করতে শুরু করে।
ক্রমশ মঞ্চ অন্ধকার হয়ে আসে। প্রবল ঝড়, বৃষ্টি প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের শব্দ শোনা যায়। মঞ্চে পুতুলেরা আর পুতুল নাচের কারিগরেরা স্থির হয়ে যায়। ঝড়ের হাওয়ায় তারা দুলতে থাকে। একসময় হাওয়ার ঝাপটে তারা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। প্রাকৃতিক বিপর্যয় ক্রমশ তীব্র হতে হতে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যায়।
ভোগবাদী নাগরিক সভ্যতার বিরুদ্ধে প্রকৃতির প্রতিরোধ সম্পূর্ণ হয়।

পর্দা পড়ে যায় ।